বিশ্ববাণী প্রোডাক্‌সন্সের

পরবর্ত্তী নিবেদন

# নরমেধ যজ্ঞ

*

প্রযোজনা

এডারেষ্ট ফিল্মস্ লিঃ

বিশ্ববাণী প্রোডাক্‌সন্সের

নিবেদন

# সবুজ পাহাড়

পরিবেশক

মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ

শান্তিরঞ্জন গুহের

নিবেদন

বিশ্ববাণী প্রোডাক্‌সন্সের

# সবুজ পাহাড়

**প্রযোজনা : এভারেষ্ট ফিল্মস লিঃ**

**চিত্রনাট্য প্রবর্দ্ধক : দেবকীকুমার বসু**

কাহিনী : দেবীপ্রসাদ কর

গীত-রচনা : তড়িৎকুমার ঘোষ
গোপাল ভৌমিক

আলোক চিত্র : ধীরেন দে

বহির্দৃশ্য গ্রহণ : বিভূতি চক্রবর্ত্তী

শব্দ ধারণ : অবনী চট্টোপাধ্যায়

কারুশিল্প : শুভ মুখোপাধ্যায়
গোপী সেন

সুরসৃষ্টি : দক্ষিণামোহন ঠাকুর

সম্পাদনা : নানা বসু

নৃত্য-পরিকল্পনা : পিটার গোমেশ

ব্যবস্থাপনা : নীরদবরণ সেন

রূপ-সজ্জা : প্রমথ, তিনকড়ি,
বটু, বিজয়, অক্ষয়

স্থির চিত্র : ষ্টীল ফটো সার্ভিস

পট-শিল্পী : কবি দাশগুপ্ত

**সহকারী**

পরিচালনা : সুকুমার সরকার
কনক সেন

আলোক চিত্র : সমীর ঘোষ
রাম অযোধ্যা

শব্দধারণ : ধীরেন পাল

সঙ্গীত : নির্ম্মল বিশ্বাস

ব্যবস্থাপনা : সুধীর রায়

সম্পাদনা : শচীন চক্রবর্ত্তী

**চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :: অপূর্ব্ব মিত্র**

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : গৌরীপুর ষ্টেট :: চিরঞ্জীলাল রাজঘরিয়া

পরিস্ফূটনা : ইউনাইটেড সিনে ল্যাবঃ :: বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবঃ
রাধা ফিল্ম ল্যাবরেটারী

**সংগঠনকারী : এন চৌধুরী, শৈলেশ জোয়ারদার,
এ, আর, মাইতি**

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিও ও বেঙ্গল ন্যাশনাল ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

**পরিবেশক :: মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ**

## রূপায়ণে

**মলয়া সরকার**
রেণুকা রায়
অমিতা বসু
তারা ভাদুড়ী
কমলা অধিকারী
অজিতপ্রকাশ
ছবি বিশ্বাস
ভানু বন্দ্যোঃ
গোকুল মুখোঃ
শরৎ চট্টোঃ
মুরারী শীল
প্রভৃতি

# সবুজ পাহাড়

শস্য-শ্যামলা বাংলা হতে বহু দূরে বিশাল পার্ব্বত্য অঞ্চল, নাম "সবুজ পাহাড়।" 'সবুজ পাহাড়' ও তার উপরের "লালকুঠী"র নামে সবাই শিউরে ওঠে, ভয়ে। অজানা অতীতের কোন্ এক গভীর রজনীতে এই কুঠী, তিনটী খুনের রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল, সেই থেকেই "লালকুঠী"কে ভুতুড়ে বাড়ী বলে সবাই জানে। কেহ ভয়ে সে দিকে এগোয় না। এমনকি ওখানকার সাঁওতালরাও ভয় করে ঐ "সবুজ পাহাড়" আর ঐ 'লালকুঠী'কে।

কিন্তু একদিন বিখ্যাত শিল্পী অনাদি বসু ও রাজা প্রতাপনারায়ণের একমাত্র কন্যা উমা বাস করতে এলো এই 'সবুজ পাহাড়ে'র "লালকুঠী"তে।

দিনের পর দিন মডেল হয়ে বসে থাকা—চঞ্চল যৌবনা উমার প্রাণে প্রতিভাবান শিল্পীর সান্নিধ্য এনে দিল এক বিচিত্র অনুভূতি। অনুভূতির পরিণতি—প্রেমে; উমা চায় অনাদিকে — একান্ত নিবিড় ভাবে। ধীর স্থির অনাদির মনও উমার আহ্বানে সাড়া দিল। নিঃসঙ্কোচে অনাদি উমাকে চাইল প্রতাপনারায়ণের কাছে। কিন্তু শালী রাজা, শিল্পীর আবেদন অনুমোদন করলেন না। অনন্যোপায় উমা পালিয়ে এলো এই 'লালকুঠীতে।'

সুরু হলো নতুন জীবন। এখানে তারা গড়লো তাদের স্বপ্নপুরী। ভুলে গেল পৃথিবীর সব কিছু। কিন্তু সুখের দিন ফুরিয়ে যায়। রাজা প্রতাপনারায়ণ মারা গেলেন। পিতার মৃত্যু সংবাদে উমাও শয্যা নিল—আর উঠলো না। উমা যখন শেষ নিশ্বাস ফেললো তখন রাত্রি বারোটা। কিন্তু যাবার সময় বলে গেল "তুমি দুঃখু করো না—আবার আমি ফিরে আসবো।"

পৃথিবীতে এমন অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে—সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম—যার কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। জন্ম মৃত্যু—এ দুর্ভেদ্য রহস্য সাধারণ মানুষের দুর্জ্ঞেয়। দেশ বিদেশের বহু গ্রন্থ পড়ে অনাদির বিশ্বাস হলো—জন্ম মৃত্যুর আবরণ ভেদ করে অতৃপ্ত মানব মানবীর মিলন হতে পারে; মৃত ব্যক্তির আত্মা আবার ফিরে আসতে পারে!

রাত্রি বারোটা বাজলেই অনাদি অস্থির হয়ে ওঠে। স্বহস্তে অঙ্কিত উমার তৈল চিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—"উমা, তুমি কবে আসবে।" উমা, উমা করেই অনাদির অস্থির মস্তিকে এলো বিকৃতি। শালবীথি শোভিত পাহাড়ের এধারে ওধারে ঘোড়া ছুটিয়ে অনাদি খোঁজে উমাকে।

দিন কেটে যায়····। তারপর একদিন সবুজ পাহাড়ে বেড়াতে এলো বনগাঁ গার্ল স্কুলের শিক্ষয়িত্রী শিপ্রা, হেড মিসট্রেস সুরমা এবং আরও দু'জন শিক্ষয়িত্রী—রেবা ও মীরা। স্থানীয় গাইডকে নিয়ে বেড়াতে গিয়ে শুনতে পেলো "লালকুঠী" ও অনাদি বসুর কথা।

শিপ্রা কল্পনা করতে পারে নি যে এই নির্জ্জন পাহাড়ে সে দেখতে পাবে শিল্পী অনাদি বসুকে, যাঁকে একদিন সে সবকিছু দিতে চেয়েছিল। পরের দিন শিপ্রা ও তার সঙ্গীরা রওনা হলেন উঁচু নীচু পাহাড়ের পথে, প্রবল আকর্ষণে শিপ্রা এগিয়ে গেল সকলের আগেই, উপস্থিত হলো লালকুঠীতে। নির্জ্জন লালকুঠীতে অনাদি ভুল ক'রলো—শিপ্রাকে বিয়ে করলো অনাদি। বিয়ের পর কিন্তু নিজের ভুলটুকু বুঝতে পারলো। আরম্ভ হ'লো—উপেক্ষা আর লাঞ্ছনা।

উমার কাহিনী শুনলো শিপ্রা এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো—অশরীরী উমার হাত থেকে অনাদিকে রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু প্রতিবন্ধক হ'লো ডাক্তার দাশ—লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিলাত ফেরৎ ডাক্তার।

কেন? শিপ্রা কি অনাদিকে তার ভুল ভেঙ্গে দিতে পারলো? তারই উত্তর পাবেন রূপালী পর্দ্দায় এক রোমাঞ্চকর আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে।

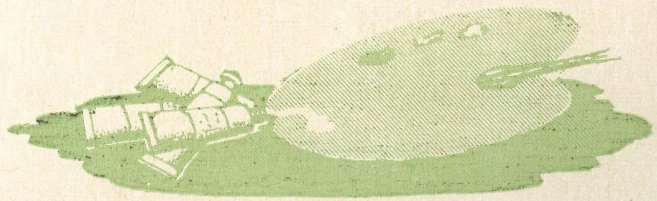

# সঙ্গীত

চঞ্চল ফালগুন,
ভোমরার গুন গুন,
প্রাণটায় চমকায়—হায়রে।

স্বপ্নিল রাজ্যের
কোন সেই রাজপুত
অন্তর অঙ্গন—ছায়রে।

চক্ষের আয়নায় সবরূপ যেন আজ
ঝলমল।
সার্থক জন্মের যৌবন আজি মোর
টলমল।

বন্ধুর বন্ধন,
মিষ্টির বরষণ,
তাই মন দিকহীন ধায়রে।

সহসা—একটী কথা—পড়লো মনে, বলছি তোমায়—বলবো?
আজিকে—এইতো কাছে; কাল রবোনা—হয়তো হেথায়।

সেদিন প্রিয়, ভুল ভেবোনা—আমি তোমার নেই
ছায়া হয়ে রইব কাছে ডাকবো—'ওগো'—এই,
এই যে দেখ কাছেই আছি তোমার আমি সেই—ওগো এই।

চিক্‌চিক্ জ্যোছনায়,
ঝিরঝির হাওয়ায়,
সেই দিন শুনবেই
গায় গান এই সেই—গায়রে।

রচনা : শ্রীতড়িৎকুমার ঘোষ



এই পাহাড়ের দেশেরে
মায়াবিনীর বেশেরে
সোনার হরিণ, লুকিয়েছিল,
ভিনদেশী, ভিনদেশী বধুয়ারে।

খোঁপায় গুঁজি কদম ফুল
মনের মানুষ করে ভুল,
বাবরী চুলে, পাখীর পালক
এ পরাণ চায়নারে।

পলাশ বনে লাগল আগুণ
বুকের মাঝে নিদয় ফাগুণ,
মাদল বাজে, ওরে মাদল বাজে
মাতাল করা, তোরা সব আয়নারে।

রচনা : শ্রীগোপাল ভৌমিক

ডাকশান্সের পক্ষ হইতে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
প্রেস, ১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—৬ হইতে মুদ্রিত।